প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **নাটোর**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৩ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**রাণী ভবানীর প্রাসাদ ও অন্যান্য স্মৃতিসৌধ** (একক পুরাকীর্তি সাইট হিসেবে গেজেট প্রকাশিত। একই আঙ্গিনায় **১১**টি স্থাপনা রয়েছে)					
	(ক) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (ছোট তরফ)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'০৯.৪" উ. ৮৮°৫৯'২২.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রানী ভবানী রাজবাড়িটি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। উত্তরবঙ্গের জমিদারদের মধ্যে নাটোর রাজবংশের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৭৪৮ সালে রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রানী ভবানী উক্ত জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়ে শাসন করেন। ১৮০২ সালে রানী ভবানীর মৃত্যুর পর তার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ নাটোরের জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজবাড়ি বড় তরফ ও ছোট তরফ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ছোট ছেলে শিবনাথ ছোট তরফের রাজা হন। ছোট তরফ ভবনটিতে মোট ১৫ (পনের) টি কক্ষ রয়েছে। বড় তরফ ভবনটিতে মোট ১১ (এগার) টি কক্ষ বিদ্যমান।
	(খ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (বড় তরফ)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১২.৭" উ. ৮৮°৫৯'২৯.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	
	(গ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (গার্ড হাউজ)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১৫" উ. ৮৮°৫৯'২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত আয়তাকার আকৃতির এ ভবনটি গার্ড হাউজ নামে পরিচিত। কথিত আছে রানী ভবানী রাজবাড়িতে কর্মরত কর্মচারী ও নিরাপত্তা প্রহরীগণ এ ভবনে সাতটি কক্ষে বসবাস করতো।
	(ঘ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (রাণী মহল)		**নাটোর সদর**	২৪°২৫'১৫" উ. ৮৮°৫৯'২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত আয়তাকার ভূমি নকশায় তৈরীকৃত এ ভবনটি রানী মহল নামে পরিচিত। নাটোর রাজবাড়ির রানী ও তাঁর বংশ পরম্পরায় এ ভবনে বসবাস করতেন বলে এটি রানী মহল নামে পরিচিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ঙ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (বৈঠক খানা)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১০" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটি রাজা রানীদের বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১১ কক্ষ বিশিষ্ট ভবনটিতে মোট প্রবেশ দ্বার ৬০ টি। যা ভবনটিকে আলাদা বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছে।
	(চ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (মালখানা)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১৩" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটি রাজার মালখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে ৫টি কক্ষ আছে। ভবনটিতে রাজাদের মালামাল রাখা হতো বলে জানা যায়।
	(ছ) রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (হানিকুইন ভবন)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১১" উ. ৮৮°৫৯'২৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত ছোট তরফ সংলগ্ন এ ভবনটিতে রাণী অবকাশ যাপন করতো। ভবনটিতে ৩টি কক্ষ আছে।
	(জ) রাণী ভবানী রাজবাড়ির পুরোহিতদের বাসস্থান		নাটোর সদর	২৪°২৫'১১" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটিতে মন্দিরের ঠাকুরগণ বসবাস করতো। ভবনটিতে কক্ষ সংখ্যা ১০টি।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ঝ) রাণী ভবানী রাজবাড়ি (শ্যামসুন্দর মন্দির)		নাটোর সদর	২৪°২৫'১১" উ. ৮৮°৫৯'২৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	শ্যামসুন্দর মন্দিরটি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত। যা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি
	(ঞ) রাণী ভবানী রাজবাড়ি (ছোট তরফের কাচারী বাড়ি)		নাটোর সদর	২৪°২৫'০৬" উ. ৮৮°৫৯'২৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	ছোট তরফের কাচারী বাড়ি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা।
	(ত) তাকেশ্বর শিব মন্দির (তারকেশ্বর শিব মন্দির)		নাটোর সদর	২৪°২৫'০৯" উ. ৮৮°৫৯'৩১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬)	তারকেশ্বর শিব মন্দিরটি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম মন্দির।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.	**দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন)**		**নাটোর সদর**	২৪°২৬'২৭.২" উ. ৮৯°০০'৩৬.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০	নাটোরের যেসব প্রাচীন কীর্তির জন্য দেশ-বিদেশের পর্যটক ও দর্শনার্থী আকৃষ্ট হয় তার মধ্যে ‘উত্তরা গণভবন’ অন্যতম। দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দয়ারাম রায় এ রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন। ১৯৬৬ খ্রিঃ এ রাজপ্রাসাদটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার দিঘাপতিয়া রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন ‘গভর্ণর হাউজ’। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া গভর্ণর হাউজকে উত্তরা গণভবন হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ১৯৯০ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
৩.	**চলনবিল জাদুঘর**		**গুরুদাসপুর**	২৪°২৩'৪৪.৪" উ. ৯°১৫'৩৬.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০০৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪১৪)	১৯৮৭ সালে চলনবিল জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮১ সালে নাটোরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক সাদেকুল হক ৫ কাঠা জমি দান করেন। দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানে গড়ে ওঠে এ জাদুঘরটি। ১৯৯০ সালে রেজিষ্ট্রিমূলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অনুকুলে হস্তান্তর করা হয়। এ জাদুঘরের প্রদর্শিত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে বাদশাহ আলমগীর ও নাসির উদ্দিনের নিজ হাতে লেখা কোরআন শরিফ জেমালে কোরআন, বৃক্ষ ছালে লেখা পত্রাবলী, প্রাচীন মুদ্রা, সেকালের সমরাস্ত্র উল্লেখযোগ্য। এ জাদুঘরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অস্থাবর পুরাকীর্তি সংরক্ষিত থাকায় এটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।